

## কৃষি সুপারিশ

১১-১৪ ই মে ২০২৩ ( ২৭-৩০ শে বৈশাখ ১৪৩০)

বোরো ধান : এই সময়ে কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি এবং শিলা বৃষ্টি হয়। প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি ও যখন-তখন হতে পারে যা পাকা ধানের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং ধান ৭৫-৮০ শতাংশ পেকে গেলেই দ্রুত কেটে গোলাজাত করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিল : গাছের মাঝামাঝি অংশের ফল ভেঙ্গে, দানা শক্ত হল কিনা পরীক্ষা করে ফসল কাটতে হবে।

সূর্যমুখী : যখন ফুলের পিছনদিক হলদে ও নরম তুলতুলে হয় এবং বীজ কালো রং হয়ে শক্ত হয়ে যায়, তখন ফুল কাটার উপযুক্ত হয়।

চীনাবাদাম- মাটির তলা থেকে বাদাম তুলে নিয়ে যদি দেখা যায় খোসার ভিতরের দিকে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে এবং দানা শক্ত হয়েছে ও দানার উপরকার খোসায় লালচে রং ধরেছে, তবে বুঝতে হবে বাদাম তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে।

মুগ ও কলাই - বীজ বোনার দুই মাস পর থেকে শঁটি তোলা হয়। পাকা শঁটি সকালবেলায় ছিড়ে নেওয়া উচিত।

পাট - ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিত। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে। চারা বের হবার ২১ দিন পরে প্রথম চাপানে ৮ কেজি ও চারা বের হবার ৩০-৩৫ দিন পরে ২-য় চাপানে ৮ কেজি নাইট্রোজেন একর পিছু প্রয়োগ করতে হবে।

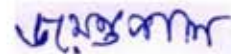
শুয়ো পোকা, ঘোড়া পোকা, তামাকের ল্যাডা পোকা ও লাল ও হলুদ মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কেড়ি পোকা, শূয়ো পোকা, ঘোড়া পোকা, তামাকের ল্যাডা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে মনোক্রোটোফস ৩৬ এসএল ১.৫ মিলি বা কার্বসালফন ২৫ % ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। হলুদ মাকড়ের জন্য ডাইকোফল ১৮.৫% ইসি ২.৫ মিলি ও লাল মাকড়ের জন্য ফেনাজাকুইন ১০% ইসি ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

সবুজ সার : আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহজনিত অবস্থা বজায় থাকবে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর  
পক্ষে



যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা (জনসংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ